সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা এক কথায় উন্নয়নের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ-কৃষি। কৃষি নির্ভর অর্থনীতির কারণে কৃষি উন্নয়ন এবং পল্লী উন্নয়কে প্রায়শই সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কৃষি উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বীজ-যা ছাড়া আমাদের অস্তিত্বকে কল্পনা করা অসম্ভব। অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই মৌলিক উপকরণের সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। এদেশে কৃষিতে যে বীজ ব্যবহার হয় তার সর্বোচ্চ ২০% আনুষ্ঠানিক উৎস থেকে সরবরাহ হয়। অবশিষ্ট ৮০% বীজ আসে কৃষকের বাড়িতে সংরক্ষিত ফসলের অংশ থেকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে কৃষকের বাড়িতে সংরক্ষিত এ সকল বীজের মান খুবই দূর্বল যা থেকে আশানুরূপ ফলন পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। অথচ শুধুমাত্র মানসম্পন্ন বীজ এককভাবে ২০% পর্যন্ত ফলন বাড়াতে পারে এবং দেশের অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা সহ সার্বিকভাবে পল্লী উন্নয়নে এনে দিতে পারে অভূতপূর্ব সাফল্য।

বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়া নব্বই দশকের শুরু থেকে কৃষক কেন্দ্রিক বীজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে একাধিক প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়ন করে আসছে এবং দীর্ঘ এক যুগের গবেষণা ফসল মারিয়া বীজ প্রযুক্তি মডেল-ইতোমধ্যে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের একটি কার্যকর মডেল হিসেবে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক অংগনে প্রশংসিত এবং ব্যবহৃত হচ্ছে।

বর্ণিত সাফল্য ও সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে বিগত ১৬-১৭ জুলাই, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমীর বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে আগত দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ, নীতি-নির্ধারক, একাডেমীশিয়ানগণ সর্বসম্মতভাবে ইতোপূর্বে স্থাপিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রের আদলে পর্যায়ক্রমে একটি বীজ প্রযুক্তি কেন্দ্র (Seed and Bio-techonology Centre) গড়ে তোলার বিষয়ে সুপারিশ করেন।

পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক এ উদ্যোগটির অনুমোদন এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া গেলে প্রস্তাবিত বীজ প্রযুক্তি উদ্ভাবনী কেন্দ্র দারিদ্র বিমোচন, মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নসহ বীজ প্রযুক্তি, মৃত্তিকা ও ফসলের স্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশেষতঃ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা এক কথায় উন্নয়নের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ-কৃষি। কৃষি নির্ভর অর্থনীতির কারণে কৃষি উন্নয়ন এবং পল্লী উন্নয়কে প্রায়শই সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কৃষি উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বীজ-যা ছাড়া আমাদের অস্তিত্বকে কল্পনা করা অসম্ভব। অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই মৌলিক উপকরণের সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। এদেশে কৃষিতে যে বীজ ব্যবহার হয় তার সর্বোচ্চ ২০% আনুষ্ঠানিক উৎস থেকে সরবরাহ হয়। অবশিষ্ট ৮০% বীজ আসে কৃষকের বাড়িতে সংরক্ষিত ফসলের অংশ থেকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে কৃষকের বাড়িতে সংরক্ষিত এ সকল বীজের মান খুবই দূর্বল যা থেকে আশানুরূপ ফলন পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। অথচ শুধুমাত্র মানসম্পন্ন বীজ এককভাবে ২০% পর্যন্ত ফলন বাড়াতে পারে এবং দেশের অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা সহ সার্বিকভাবে পল্লী উন্নয়নে এনে দিতে পারে অভূতপূর্ব সাফল্য। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়া নব্বই দশকের শুরু থেকে কৃষক কেন্দ্রিক বীজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে একাধিক প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়ন করে আসছে এবং দীর্ঘ এক যুগের গবেষণা ফসল মারিয়া বীজ প্রযুক্তি মডেল-ইতোমধ্যে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের একটি কার্যকর মডেল হিসেবে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক অংগনে প্রশংসিত এবং ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ সকল সহযোগিতা ও সমন্বয়ের প্রেক্ষাপটে আরডিএ'র টিস্যুকালচার ইউনিট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইতোমধ্যে দেশের নেতৃত্ব স্থানীয় বীজ প্রযুক্তি সম্ভাবানাময় ক্ষেত্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। এ সকল খ্যাতি ও সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করার লক্ষ্যে একাডেমীর ৪০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে একাডেমীতে সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার (SBC) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

উদ্দেশ্য

এ সেন্টারের মূল উদ্দেশ্য হলো সেন্টারের আওতাধীন বীজ স্বাস্থ্য গবেষণা ও বায়োটেকনোলজী ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে উন্নতমানের রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যবলী নিম্নরূপঃ-

- দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা;
- রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন, বীজের রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিকারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি;
- বীজ ও বায়োটেকনোলজী বিষয়ে দেশী-বিদেশী উৎস থেকে গবেষণা ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং তার প্রয়োগ; এবং
- বীজ ও বায়োটেকনোলজী বিষয়ে বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানসমুহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।

র্কমকান্ড

- সেন্টার আরডিএ বায়োটেকনোলজি ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষর্ণাীদের উন্নত পদ্ধতিতে, আলু চাষ, টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে রোগ মুক্ত অনুচারা উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আলু চাষের বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির দেশব্যাপী সম্প্রসারণের জন্য সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও মাঠদিবসের আয়োজন করা।
- দেশী-বিদেশী বিষেশজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের সহায়তায় এবং নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে আমাদের দেশে বিরাজমান আলু চাষের সমস্যা সমাধানে গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা।
- রোগমুক্ত আলুর অনুচারা ও বীজ আলুর পাশাপাশি এই সেন্টার তার নিজস্ব লোকবলের সহায়তায় আঙ্গুর, কলা, স্ট্রবেরী, স্টেভিয়া ও অর্কিডের রোগমুক্ত অনুচারা উৎপাদন করা।